শিল্প নীতি ২০২০: আত্মনির্ভর গুজরাট গঠনের লক্ষ্যে গুজরাটের শিল্পগুলিকে এগিয়ে নিয়ে চলা

৭ই আগস্ট ২০২০

- গুজরাট শিল্প নীতি ২০১৫-এর মেয়াদ গত ৩১শে ডিসেম্বর, ২০১৯ সমাপ্ত হয়েছে। এই মেয়াদ আরো বৃদ্ধি করা হয়েছে, নতুন শিল্পনীতি জারি করার তারিখ অথবা ৩১শে ডিসেম্বর ২০২০ যা আগে হবে, সেই তারিখ পর্যন্ত।

- গুজরাট শিল্প নীতি ২০১৫ যা রাজ্যের সার্বিক শিল্প উন্নয়নে সহায়ক প্রমাণিত হয়েছে, তার মেয়াদ সমাপ্ত হয়েছে।

- এই শিল্প নীতির সাফল্য নিম্নলিখিত মূল বিন্দুগুলি থেকে মূল্যায়ন করা যায়ঃ

1. গুজরাট, IEM (ইন্ডাস্ট্রিয়াল আন্ত্রেপ্রিনিউরশিপ মেমোরেন্ডাম) জমা পড়ার সংখ্যার দিক থেকে এবং ২০১৯ সালে বাস্তবিক লগ্নীর নিরিখে ১ম স্থানে রয়েছে – যেখানে সারা ভারতে জমা পড়া IEM এর ৫১% এই রাজ্যে এসেছে । ভারত সরকারের DPIIT-এর প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুসারে, রাজ্যে ৪৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে।

2. ২০১৯ সালে সারা ভারতে যেখানে প্রস্তাবিত বিনিয়োগ (IEMs) বৃদ্ধির হার ৪৮% ছিলো **গুজরাটে গত বছর ৩৩৩% বৃদ্ধি রেকর্ড করা হয়েছে**

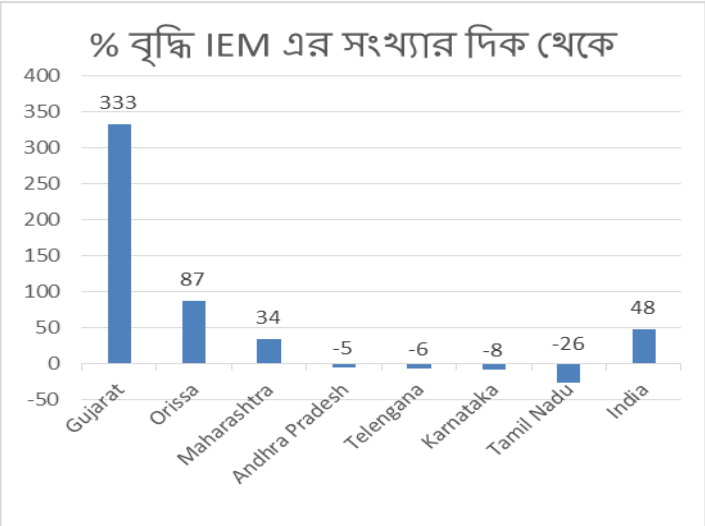

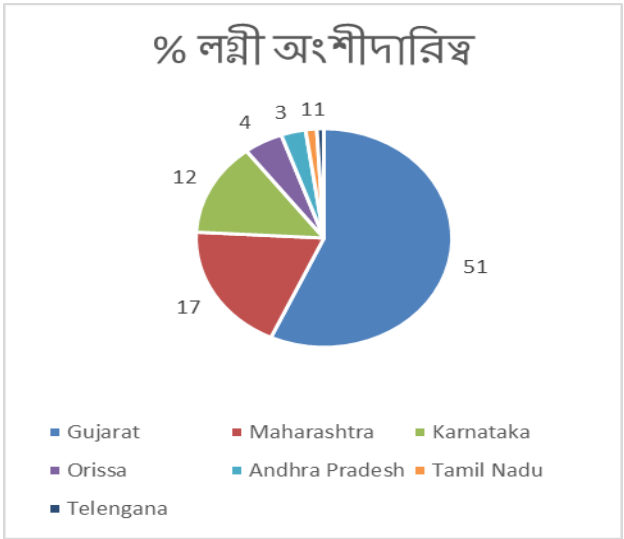

বস্ত্র, রাসায়নিক, অটো এবং অটো নির্মান সরঞ্জাম, প্লাস্টিক, শক্তি ও বিদ্যুৎ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এর মতো নানা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ এসেছে।

সেক্টর	কোম্পানি
অটো কম্পোনেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং	• সাম জেড.এফ কম্পোনেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড (JV বিটুইন সোমিক ইশিকাওয়া ইঙ্ক, জাপান অ্যান্ড জেডএফ ফ্রেইডরিখেফেন এজি, জার্মানি) মাদার্সসন সুমি সিস্টেম লিমিটেড
ইঞ্জেকশন মোল্ডিং ম্যানুফ্যাকচারিং	• সেকিসুই ডিলিজম মোল্ডিং প্রা. লি। (JV বিটুইন মেসার্স সেকিসুই কেমিক্যাল লিমিটেড. জাপান এবং মেসার্স দীপ্তি লাল জাজ মাল প্রাই. লিমিটেড, ইন্ডিয়া)
ওয়ারস এবং কেবল ম্যানুফ্যাকচারিং	• পলিক্যাব ইন্ডিয়া লিমিটেড
উইন্ড টার্বাইন ব্লেড ম্যানুফ্যাকচারিং	• সেনভিওন উইন্ড টেকনোলোজি প্রাইভেট লিমিটেড
ইঞ্জিনিয়ারিং	• ম্যাকওয়েল অটো ইঞ্জিনিয়ারিং প্রাইভেট লিমিটেড
রিনিউয়েবল এনার্জি	• অ্যাবেলন কো জেন লিমিটেড
কেমিক্যালস	• ডিডি কেমিক্যালস প্রাইভেট লিমিটেড • গ্র্যানুলা মাস্টারব্যাচেস ইন্ডিয়ান প্রাইভেট লিমিটেড • ফিলিপস কার্বন ব্ল্যাক লিমিটেড
টেক্সটাইলস	• সোয়ান মেডিকট LLP. • ক্রিয়েটিভ গারমেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড • কামাদগিরি ফ্যাশন লিমিটেড
পেপার প্রোডাক্টস	• লেট্রা গ্রাফিক্স প্রাইভেট লিমিটেড
মেটালার্জি ইন্ডাস্ট্রি	• ডোমস ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড
ফার্মাসিউটিক্যাল	• অ্যাকুলাইফ হেলথকেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড

3. ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে; গুজরাটে **FDI আসার নিরিখে ২৪০% বৃদ্ধি হয়েছে যা জাতীয় স্তরে সর্বাধিক,** একই সময়ে সারা ভারতে FDI বৃদ্ধি হয়েছে ১৪%।

4. জাতীয় পরিসংখ্যান কার্যালয়, ভারত সরকার এর হিসাব অনুযায়ী, সারা দেশের মধ্যে গুজরাটে বেকারত্বের হার সবথেকে কম @৩.৪%।

রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল	% বেকারত্ব নগর- ব্যক্তি
গুজরাটি	**৩.৪**
কর্নাটক	৫.৩
মহারাষ্ট্র	৬.৬
তামিলনাড়ু	৭.২
অন্ধ্র প্রদেশ	৭.৪
হরিয়ানা	৯
কেরল	১১
তেলেঙ্গানা	১১.৫
সারা- ভারত	**৮**

5. ২০১৪-২০১৫ সাল থেকে এখনো পর্যন্ত গুজরাটে MSME-র সংখ্যা ৬০% বেড়েছে এবং বর্তমানে, ৩.৫ মিলিয়নের বেশী MSME, রাজ্যে কর্মসংস্থানের প্রধান উৎস যা এই রাজ্যের শিল্প ইকোসিস্টেমেরও গুরুত্বপূর্ন অংশ।

➢ যদি আপনি জাতীয় পরিসংখ্যানের দিকে তাকান তাহলে দেখতে পাবেন,

1. ইন্ডাস্ট্রিয়াল আউটপুটের দিক থেকে গুজরাট ভারতে প্রথম স্থানে রয়েছে – যা ভারতের মোট আউটপুটের ১৭%।

2. ভারত সরকারের DPIIT-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, রাজ্যভিত্তিক স্টার্ট আপ র‍্যাঙ্কিং ২০১৮-এ গুজরাট সেরা পারফর্মার এর মর্যাদা পেয়েছে।

3. ভারত সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রকের লজিস্টিকস পারফরম্যান্স ইন্ডেক্স এবং LEADS ইন্ডেক্স অনুযায়ী, গুজরাট ২০১৯ সালে দেশের মধ্যে ১ নম্বর স্থানে রয়েছে।

- বিগত বছরের তুলনায় ২০১৯-২০ সালে গুজরাটের GDP তে বৃদ্ধির হার ১৩%। গুজরাট ধারাবাহিকভাবে দুই সংখ্যার বৃদ্ধি হার ধরে রাখতে পেরেছে। বিগত ৫ বছরে, ধ্রুবক অঙ্কের হিসাবে ১০.১৪% গড় বৃদ্ধি রেকর্ড করা হয়েছে।

- যদি আমরা ভর্তুকির অঙ্কের দিকে তাকাই, তাহলে দেখতে পাবো এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটেছে এবং গত পাঁচ বছরে তা প্রায় ৩ গুণ হয়েছে।

- **একই ধরণের প্রবৃদ্ধি বিবেচনা করে, ধরে নেওয়া যায় যে, নতুন গুজরাট শিল্প নীতি ২০২০-র বার্ষিক গড় ব্যয় ৮,০০০ কোটি টাকা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।**

- নতুন গুজরাট শিল্প নীতি ২০২০ এই বৃদ্ধির গতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং বর্তমান বৃদ্ধি হারকে আরো উন্নত করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে তৈরি করা হয়েছে। কর্মসংস্থানে সহায়তা, বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুণগত মাণ বৃদ্ধি, অত্যাধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ, শিল্পক্ষেত্রে ৪.০ ম্যানুফ্যাকচারিং নীতি অনুসারে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। **"আত্মনির্ভর গুজরাট"** তৈরির প্রক্রিয়ায়, গবেষণা এবং উন্নয়ন ক্ষেত্রে নজর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভাবন চালিত ইকোসিস্টেম তৈরিতে প্রয়াস চলছে। **এর ফলে আধুনিক গুজরাট গড়ে তোলা এবং তৎসহ আধুনিক ভারত নির্মানের পথ প্রশস্ত হবে।**

- বিভিন্ন অঞ্চল ও সেক্টরে সুষম বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে আমরা লাগাতার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছি।

- গুজরাটের সবথেকে বড় শক্তি হলো, এর শিল্প, শিল্প সংগঠন, চেম্বার্স এবং বুদ্ধিজীবি মহল এর মতো মজবুত এবং ভিন্ন ক্ষেত্রের অংশীদারদের সঙ্গে ধারাবাহিক আলোচনা।

- আমরা ৯টি টাস্ক ফোর্স গঠন করেছি যারা গুরুত্বপূর্ণ এবং ফলদায়ক একাধিক রাউন্ডের বৈঠক এর পর নতুন গুজরাট শিল্প নীতি ২০২০ তৈরিতে গঠনমূলক পরামর্শ দিয়ে আমাদের সহায়তা করেছে।

- আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ক্ষেত্রে উৎপাদন এর ধারা এবং নানা ক্ষেত্রের দিকে নজর রেখে শিল্পক্ষেত্রের দেওয়া নানা পরামর্শের বেশীরভাগই নতুন নীতিতে জায়গা পেয়েছে।

এই শিল্পনীতিতে মূলত নজর দেওয়া হয়েছে অন্তর্ভুক্তিমুলক সুষম আঞ্চলিক উন্নয়ন, কর্ম সংস্থান, পরবর্তী প্রজন্মের ইন্ডাস্ট্রি ৪.০ চালিত ম্যানুফ্যাকচারিং বিশেষত্বের উপর যাতে করে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর "আত্মনির্ভর ভারত"-এর স্বপ্নপূরণে অবদান রাখা সম্ভব হয়।

- যেহেতু পরিসংখ্যান নিজেই সবথেকে বড় প্রমাণ, আমাদের এই বৈচিত্র্যময় রাজ্যে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে প্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে এবং গুজরাট শিল্প নীতি ২০১৫-এর অনেকগুলি বিশেষত্বকেই বজায় রাখা হয়েছে। যদিও, যে কয়টি গুরুত্বপূর্ন বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন করা হয়েছে তা নীচে উল্লেখ করা হয়েছেঃ

1. থ্রাস্ট সেক্টরঃ

আন্তর্জাতিক লগ্নীধারা, ইন্টিগ্রেটেড ভ্যালু চেইন, রপ্তানি, ভারত সরকারের নীতি আয়োগের বিভিন্ন নীতি প্রভৃতির কথা মাথায় রেখে **১৫টি থ্রাস্ট সেক্টরের কথা ভাবা হয়েছে**। এই থ্রাস্ট সেক্টরগুলিকে দুটি বড় ক্যাটেগরিতে বিভক্ত করা হয়েছে যেমন কোর সেক্টর এবং সানরাইজ সেক্টর। কোর সেক্টরের মধ্যে রয়েছে সেই সব ক্ষেত্র, যেখানে গুজরাট ইতোমধ্যে শক্তিশালী উৎপাদন ভিত্তি গড়ে তুলেছে এবং আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে। সানরাইজ সেক্টরগুলি হলো সেই সব ক্ষেত্র যেখানে প্রযুক্তিগত উন্নতির যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে এবং দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে। এই নীতির অঙ্গ হিসাবে, থ্রাস্ট ক্ষেত্রগুলিকে পর্যায়ক্রমিক উৎসাহদান করা হবে।

কোর সেক্টর	1. ইলেকট্রিক্যাল মেশিনারি এবং ইক্যুইপমেন্ট 2. ইন্ডাস্ট্রিয়াল মেশিনারি এবং ইক্যুইপমেন্ট 3. অটো এবং অটো কম্পোনেন্টস 4. সেরামিকস 5. টেকনিক্যাল টেক্সটাইল 6. অ্যাগ্রো এবং ফুড প্রসেসিং 7. ফার্মাসিউটিক্যালস এবং মেডিক্যাল ডিভাইস 8. জেমস এবং জুয়েলারি 9. রাসায়নিক (চিহ্নিত ক্ষেত্রগুলিতে)
সানরাইজ সেক্টরস	1. ইন্ডাস্ট্রি ৪.০ ম্যানুফ্যাকচারিং 2. ইলেকট্রিক ভেহিক্যাল এবং তার কম্পোনেন্ট 3. বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প 4. গ্রীন এনার্জি (সৌর এবং বায়ু সরঞ্জাম) 5. পরিবেশ-বান্ধব কম্পোস্ট যোগ্য উপাদান (চিরাচরিত প্লাস্টিকের বিকল্প) 6. সেক্টর ভেদে ১০০% রপ্তানী কেন্দ্রিক ইউনিট

2. মূলধনী ভর্তুকি:

GST রুপায়নের পর থেকে, কোম্পানিগুলিকে রাজ্যের মধ্যে বিক্রিত পণ্যের উপর "নেট GST" অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ মেটানো হয়েছে। রাজ্যের মধ্যে ব্যবহার হওয়া পণ্যের উপর কর নির্ধারনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু গণনা সংক্রান্ত জটিলতা ছিলো।

এক্ষেত্রে, গুজরাট প্রথম রাজ্য যেখানে SGST থেকে উৎসাহভাতাকে পৃথক করা হয়েছে। নির্দিষ্ট মূলধনি বিনিয়োগের ১২% পর্যন্ত বৃহৎ শিল্পগুলিকে প্রদান করা হবে যাতে তাঁরা মুলধনি ভর্তুকির আকারে রাজ্যে উৎপাদন কাজ শুরু করতে পারে। ফলে, এখন এই উৎসাহভাতার পরিমাণ আরো স্বচ্ছ এবং প্রত্যাশিত যা শিল্পক্ষেত্রকে দ্রুত সিদ্ধান্তগ্রহনে সহায়তা করবে।

রাজ্যে কোন একটি ইউনিটকে কতটা উৎসাহ ভাতা দেওয়া হবে সে বিষয়ে সর্ব্বোচ্চ কোন সীমা নেই। এর ফলে রাজ্যে বড় বিনিয়োগ এর সহায়ক পরিবেশ গড়ে উঠেছে।

তালুকা ক্যাটেগরি	সাধারণ ক্ষেত্র	থ্রাস্ট সেক্টর (১৫)
ক্যাটেগরি ১	• FCI এর ১০%	• FCI এর ১২%
ক্যাটেগরি ২	• FCI এর ৮%	• FCI এর ১০%
ক্যাটেগরি ৩	• FCI এর ৪%	• FCI এর ৬%

- বার্ষিক ৪০ কোটি টাকার সর্ব্বোচ্চ সীমা সহ ১০ বছর মেয়াদে এই সুবিধা প্রদান করা হবে।
- যদি বার্ষিক ৪০ কোটি টাকার সর্ব্বোচ্চ সীমার কারণে ১০ বছরের মধ্যে যোগ্যতা সত্ত্বেও আর্থিক ভর্তুকি দেওয়া না হয়, সেরকম ইউনিটগুলির ক্ষেত্রে ১০ বছরের মেয়াদ আরো ১০ বছরের জন্য বাড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে, যেখানে বার্ষিক ৪০ কোটি টাকার সর্ব্বোচ্চ সীমার শর্ত প্রযোজ্য হবে।
- বার্ষিক ৪০ কোটি টাকার সর্ব্বোচ্চ সীমার কারণে যদি ২০ বছরের মেয়াদেও যোগ্যতা সত্ত্বেও নগদ ভর্তুকি প্রদান করা সম্ভব না হয়, তাহলে এই নগদ ভর্তুকি কোনরকম সর্ব্বোচ্চ সীমা ছাড়াই ২০ বছরের সমান কিস্তিতে প্রদান করা যাবে।

এর পাশাপাশি, নতুন শিল্পগুলিকে রাজ্যে বিদ্যুৎ মাশুলের উপর ৫ বছরের ছাড় দেওয়া হচ্ছে।

এর সঙ্গেই, গুজরাট অন্য রাজ্যের তুলনায় শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে উচ্চহারে ইনশেনটিভ প্রদান করছে।

3. MSMEs:

MSME এর সংজ্ঞা ভারত সরকারের সংজ্ঞার অনুরূপ ফলে আরো বেশী সংখ্যক ইউনিট এখন MSME সংক্রান্ত নীতির বিভিন্ন সুবিধা লাভ করতে পারবে।

এই নীতিতে, MSME ক্ষেত্রের প্রসারে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে যাতে দেশীয় MSME গুলিকে আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক করে তোলা যায়। সরকার MSME গুলির টেকনোলজিক্যাল আপগ্রেডেশন অর্থাৎ প্রযুক্তিগত মানোন্নয়নে সহায়তা করছে। এই কাজে আন্তর্জাতিক মান্যতা প্রাপ্ত শংসাপত্র প্রদান ও বিশ্বস্তরে তাঁদের উৎপাদিত প্রোডাক্ট বিপণনের কাজ চালাচ্ছে।

3.1 **মূলধনী ভর্তুকি:** MSME গুলি ৩৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত **যোগ্যতামান অনুযায়ী প্রাপ্ত ঋণের উপর ২৫% পর্যন্ত মূলধনী ভর্তুকি** পাওয়ার যোগ্য। এর সঙ্গেই, যদি নির্দিষ্ট মূলধনী লগ্নীর পরিমাণ ১০ কোটি টাকার বেশী হয়, তাহলে সেই ইউনিট **অতিরিক্ত ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত মূলধনী ভর্তুকির** যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

3.2 **সুদের ক্ষেত্রে ছাড়:** বার্ষিক ৩৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মেয়াদি ঋণের ক্ষেত্রে MSME গুলি প্রযুক্ত সুদের উপর ৭% পর্যন্ত সুদ ছাড় পাবে ৭ বছর পর্যন্ত।

ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রের SC/ST শিল্পোদ্যেগীরা/ শারীরিক ভাবে প্রতিবন্ধকতার শিকার শিল্পোদ্যেগী/ মহিলা শিল্পোদ্যেগী/ স্টার্ট আপ গুলি অতিরিক্ত ১% সুদ ছাড় পাবেন

এর পাশাপাশি, ঋণ অনুমোদিত হওয়ার তারিখে ৩৫ বছরের কম বয়সের যুবা শিল্পোদ্যেগীরা অতিরিক্ত ১% সুদ ছাড় পাবেন।

3.3 **পরিষেবা ক্ষেত্রের MSMEs:** জাতীয় স্তরে GDP নির্ধারনে **পরিষেবা ক্ষেত্র** বড় ভূমিকা পালন করে। অনেক পরিষেবা ব্যবস্থা অন্যান্য প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে মূল ধারক। **নতুন গুজরাট শিল্প নীতি ২০২০-তে পরিষেবা ক্ষেত্রের MSME গুলিকে ৭ বছর পর্যন্ত মেয়াদে ৭% পর্যন্ত অর্থাৎ বছরে ৩৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সুদ ছাড় প্রদান করা হবে। এর মধ্যে একদিকে যেমন আর্থিক পরিষেবা সংস্থা রয়েছে তেমনি আছে স্বাস্থ্য সেবা, অডিও ভিশ্যুয়াল, নির্মান সংক্রান্ত ইঞ্জিনিয়ারিং পরিষেবা, পরিবেশ সংক্রান্ত পরিষেবার মতো নানা ক্ষেত্র।**

একই সঙ্গে, রাজ্যে বৃহৎ উদ্যোগের জন্য সার্ভিস সেক্টর পলিসি বা পরিষেবা ক্ষেত্র সংক্রান্ত নীতি তৈরি নিয়েও কাজ চলছে।

3.4 **MSME গুলির জন্য বিদেশী প্রযুক্তি নিয়ে আসা:** সরকার এই প্রথম বিদেশী পেটেন্ট যুক্ত প্রযুক্তির আহরণের উপর **মোট দামের ৬৫% পর্যন্ত সহায়তা প্রদান করছে(সর্বাধিক ৫০ লক্ষ টাকা সহায়তা প্রদান করা হবে)।** এর ফলে একদিকে যেমন MSME গুলির উৎপাদন সক্ষমতা বাড়বে, তেমনি তাঁরা বিশ্ব বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জায়গায় পৌঁছবে।

3.5 **MSME গুলির জন্য মার্কেট ডেভলপম্যান্ট সহায়তা** : জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে নিজেদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করতে MSME গুলিকে উৎসাহিত করার অঙ্গ হিসাবে, নতুন শিল্প নীতিতে, ভারতে স্টল তৈরির জন্য MSME গুলিকে স্টল রেন্টের **@৭৫% অর্থাৎ ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে এবং ভারতের বাইরে @৬০% অর্থাৎ ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সহায়তা প্রদান করা হবে।**

3.6 **MSME গুলিকে সৌর শক্তি ব্যবহারে উৎসাহিত করা:** MSME গুলি যাতে তাঁদের রুফটপে সৌর শক্তি উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে, সেদিকে সুবিধা করে দিতে বিদ্যুতের ইউনিট কনজাম্পসন এর পাওয়ার সাইকেল হিসাবে পরিবর্তন করে সকাল ৭টা- সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ১৫ মিনিটের করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও, MSME গুলির কাছ থেকে অতিরিক্ত সৌর বিদ্যুৎ ক্রয়ের জন্য মূল্য ১.৭৫ টাকা/ইউনিট থেকে বাড়িয়ে ২.২৫ টাকা/ইউনিট করা হয়েছে।
এর অতিরিক্ত, বর্তমান শিল্পসংস্থা যারা সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহার করবে, তাঁদের মেয়াদি ঋণের উপর সুদ ছাড় সুবিধা দেওয়া হবে।

3.7 এর পাশাপাশি, এন্টারপ্রাইস রিসোর্স প্ল্যানিং (ERP), ইনফর্মেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি, ZED সার্টিফিকেশন অনুযায়ী কোয়ালিটি সার্টিফিকেশন, পেটেন্ট ফাইলিং, সার্ভিস লাইন এবং পাওয়ার কানেকশন চার্জ, রেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্স এর মতো প্রক্রিয়া রুপায়নের উপর MSME গুলিকে ইনসেনটিভ প্রদান করা হবে।

4. দীর্ঘমেয়াদি লিজ ভিত্তিতে সরকারী জমি দেওয়া হবেঃ

রাজ্যে সুষম আঞ্চলিক প্রবৃদ্ধিতে সহায়তায় সরকার বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে "সরকারী জমি" **দীর্ঘমেয়াদী লিজ ভিত্তিতে ৫০ বছরের জন্য** (নীতি অনুসারে তা আরো বৃদ্ধি করা হতে পারে) **বাজার দরের @৬% হারে** দেওয়া হতে পারে শিল্প স্থাপনের জন্য। শিল্প প্রতিষ্ঠান এই জমি মর্টগেজ রাখতে পারে।

5. আঞ্চলিক উন্নয়নে সমতা বিধানঃ

রাজ্যে সুষম আঞ্চলিক উন্নয়নের প্রসারে, সবকটি MSME এবং বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে সংশ্লিষ্ট তালুকে শিল্প উন্নয়নের নিরিখে বিভিন্ন ক্যাটেগরিতে রেখে ইনসেনটিভ বা ভর্তুকি প্রদান

করা হবে। সেই সব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে **পর্যায়ক্রমিক সুযোগসুবিধা** দেওয়া হবে যারা শিল্প হীন তালুক গুলিতে শিল্প কারখানা স্থাপন করবেন।

6. বিভিন্ন স্টার্ট আপে সহায়তাঃ

6.1 **সিড সাপোর্ট** এর পরিমাণ ২০ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত করা হয়েছে।

6.2 **সাসটেনেন্স অ্যালাউয়েন্স** হিসাবে এক বছরের জন্য মাসে ১০,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে স্টার্ট আপ পিছু ২০,০০০ টাকা করা হয়েছে। পাশাপাশি অন্ততঃ ১ জন মহিলা সহ-প্রতিষ্ঠাতা রয়েছে এমন স্টার্ট আপ গুলির ক্ষেত্রে এই পরিমাণ এক বছরের জন্য মাসে ২৫,০০০ টাকা করা হয়েছে।

6.3 এর অতিরিক্ত, স্টার্ট আপ গুলির মধ্যম-স্তরের **প্রি-সিরিজ এ ফান্ডিং** এর জন্য, গুজরাট ভেঞ্চার ফিনান্স লিমিটেড (GVFL) এর অধীন একটি পৃথক তহবিল গঠন করা হবে। এর সঙ্গেই, স্টার্ট আপ গুলি অতিরিক্ত ১% সুদ ছাড় (মেয়াদি ঋণের উপর ৯% পর্যন্ত) পাবে।

6.4 **সমাজে উল্লেখযোগ্য আবদান রাখার ক্ষেত্রে স্টার্ট আপ গুলি ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত** অতিরিক্ত অনুদান পাবে।

6.5 জাতীয়/আন্তর্জাতিক স্তরের বিশিষ্ট অ্যাকসিলারেশন প্রোগ্রামে নথীভুক্তির ক্ষেত্রে স্টার্ট আপ গুলি ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত আর্থিক সহায়তা পেতে পারে।

6.6 **সফট স্কিল অ্যাসিস্ট্যান্সঃ "ম্যানেজারিয়াল ট্রেনিং, সফট স্কিলস, মার্কেটিং স্কিলস, ফান্ডরেইজিং, ফিনান্স" এর মতো প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রতিটি স্টার্ট আপকে রিইম্বার্সমেন্ট এর ভিত্তিতে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থ সহায়তা প্রদান করা হবে।**

6.7 **অনুমোদিত নোডাল ইনস্টিটিউট গুলিতে মেন্টরিং অ্যাসিস্ট্যান্স বাবদ স্টার্ট আপ পিছু ১ লক্ষ টাকা করে মেটানো হবে (প্রতি ইনস্টিটিউট পিছু সর্বাধিক বার্ষিক ১৫ লক্ষ টাকা)**

7. রিলোকেশন ইনসেন্টিভঃ

CoVID-19, পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে, বেশ কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠান তাঁদের ব্যবসায়িক কাজকর্ম এবং/অথবা সাপ্লাই চেইন অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছে। **গুজরাট সেই সব কোম্পানিগুলিকে বিদেশ থেকে রাজ্যে শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ ইনশেনটিভ প্রদান করবে।**

8. গবেষণা এবং উদ্ভাবন

8.1 গবেষণা এবং উদ্ভাবন যে কোন বৃহৎ শিল্প ইকোসিস্টেম এর প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে। কাজেই, আমরা ধারাবাহিকভাবে নতুন R&D প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে সুনির্দিষ্টভাবে লক্ষ্য রেখে চলেছি। নতুন শিল্প নীতিতে **বেসরকারি কোম্পানি/প্রতিষ্ঠান গুলিকে R&D এবং প্রোডাক্ট ডেভলপম্যান্ট সেন্টার স্থাপনে ৫ কোটি টাকা** পর্যন্ত সহায়তা প্রদান করা হবে।

8.2 **যে কোন ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্টারপ্রাইস/ ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাসোসিয়েশন** R&D ইন্সটিটিউশন/ AICTE অনুমোদিত টেকনিক্যাল কলেজকে কন্ট্রাক্ট/ স্পনসরড গবেষণার ক্ষেত্রে **মোট প্রোজেক্ট ব্যয় এর @৫০%** প্রদানের ব্যাপারে ভাবনাচিন্তা করা হবে, জমি এবং ভবন বাবদ খরচ বাদ দিয়ে এই পরিমাণ সর্বাধিক **৫০ লক্ষ টাকা।**

9. শিল্প পরিকাঠামো উন্নয়নঃ

9.1 শিল্প নীতিতে **রাজ্যে বেসরকারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে বেসরকারি ডেভলপারদের ৩০ কোটি টাকা পর্যন্ত স্থায়ী মূলধনী লগ্নীর @২৫% হারে উৎসাহ সহায়তা প্রদান করা হবে**। ভানবন্ধু তালুক গুলির ক্ষেত্রে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে ৩০ কোটি টাকা পর্যন্ত স্থায়ী মূলধনী লগ্নীর @৫০% হারে উৎসাহ সহায়তা প্রদান করা হবে। এরফলে শিল্প পরিকাঠামো তৈরি ও উন্নয়নে অন্তিম ধাপ পর্যন্ত সহায়তা মিলবে। ডেভলপারদের জন্য স্ট্যাম্প ডিউটি রিইম্বার্সমেন্ট (স্ট্যাম্প ডিউটির ১০০%) এবং ইন্ডিভিজুয়াল ইউনিট (স্ট্যাম্প ডিউটির ৫০%)এর ক্ষেত্রে প্রদান করা হবে।

9.2 ক্লাস্টার গঠনে উৎসাহ দিতে, ২৫ কোটি টাকা পর্যন্ত **প্রোজেক্ট কস্ট এর ৮০% পর্যন্ত** অর্থ সহায়তা দেওয়া হবে। এর মাধ্যমে, সড়ক, ওয়ারহাউস ফেসিলিটি, দমকল কেন্দ্র, আন্ডারগ্রাউন্ড ফেসিলিটি, ইত্যাদির মানোন্নয়নের মতো বিষয় রয়েছে।

9.3 এই শিল্প নীতিতে **ম্যানুফ্যাকচারিং ক্লাস্টারগুলির ডর্মিটারি হাউসিং সুবিধার জন্য ৮০% বা ২৫ কোটি টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে** যাতে তাঁরা কর্মরত শ্রমিকদের জন্য ভালো বসবাস সুবিধা প্রদান করতে পারেন।

10. দীর্ঘমেয়াদি উৎপাদনঃ

10.1 জিরো লিকুইড ডিসচার্জ প্ল্যান্ট এর জন্য ৭৫ লক্ষ টাকা পর্যন্তঃ GPCB এর শংসাপত্র প্রাপক অন্ততঃ ৫০% বর্জ্য পুনরুদ্ধার করা ইন্ডাস্ট্রি গুলির জন্য ৫০% মূলধনী ভর্তুকি দেওয়া হবে যা ৭৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বৈধ।

10.2 স্বচ্ছ উৎপাদন ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সহায়তা: এই নীতিতে MSME গুলির জন্য বর্তমান প্রক্রিয়ার পরিবর্তে, পরিচ্ছন্ন উৎপাদন প্রযুক্তি বাস্তবায়নের জন্য উৎসাহ দেওয়া হবে, যেমন কাঁচামালের বিকল্প ও অপটিমাইজেশন, জলের খরচ হ্রাস, অথবা শক্তি ব্যবহার অথবা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রভৃতির জন্য কারখানা ও যন্ত্রপাতি খরচের @৩৫% এবং বৃহৎ ইউনিটকে কারখানা ও যন্ত্রপাতির খরচের ১০% (সর্বোচ্চ: ৩৫ লাখ টাকা) দেওয়া হবে।

11. সাধারণ পরিবেশগত পরিকাঠামোঃ

11.1 **সাধারণ পরিবেশগত পরিকাঠামো সুবিধা স্থাপনে সহায়তা রাশি ৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত প্রোজেক্ট কস্ট এর ক্ষেত্রে বর্তমান ২৫% থেকে বাড়িয়ে ৪০% করা হয়েছে।**

11.2 **গ্রীন এস্টেট এর উন্নয়ন:** বর্তমানের দূষণ মাত্রা বেশী রয়েছে এমন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিট গুলিকে গ্রীন ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটে রুপান্তর/স্থাপন/ প্রতিস্থাপন/ নতুন করে পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে প্রোজেক্ট কস্ট এর ২৫% বা ২৫ কোটি টাকা পর্যন্ত সহায়তা।

11.3 SPV এর কমন বয়লার প্রকল্প যা অন্ততঃ ১০টি MSME মিলে তৈরি করবে তার জন্য ফিক্সড ইনস্টলেশন কস্ট এর ৫০% পর্যন্ত অর্থাৎ ২ কোটি টাকা পর্যন্ত উৎসাহভাতা মিলবে।

12. দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ সহায়তাঃ

রাজ্য, বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও দক্ষ শ্রমিকের জোগান এর মধ্যেকার ফাঁক বিশ্লেষণ করবে। এর ফলে একদিকে যেমন স্থানীয়দের প্রশিক্ষণ দিয়ে উক্ত কাজে দক্ষ করে তোলা যাবে, তেমনি এই চাহিদা-জোগান ব্যবধান পূরণ সম্ভব হবে।

রাজ্য দক্ষতা উন্নয়ন অ্যাঙ্কার প্রতিষ্ঠান, স্পেশ্যালাইজড দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র, স্কিল আপগ্রেডেশন সেন্টার ইত্যাদি স্থাপনে আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে। এর পাশাপাশি, নতুন শিল্পনীতিতে প্রতিটি প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রতি ব্যক্তি পিছু ১৫,০০০ টাকা করে ইনশেনটিভ প্রদান করা হবে।

13. রাজ্য সরকার, রাজ্যের ভেতরে ও রাজ্যের বাইরে সুষ্ঠু পণ্য চলাচল সুনিশ্চিত করতে ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে একটি সুনির্দিষ্ট সংস্থা "গরুড়" গড়ে তুলেছে। এই কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে যে পরিকাঠামো নির্মান করা হয়েছে তা ইন্ডাস্ট্রি ক্ষেত্রে উৎপাদন খরচ হ্রাস এর সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য উন্নয়নশীল অর্থনীতির সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার উপযুক্ত করে তুলবে।

14. ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সটেনশন ব্যুরো (iNDEXTb) দ্বারা মনোনীত **ডেডিকেটেড "রিলেশনশিপ ম্যানেজারেরা"** লগ্নীকারিদের সঙ্গে সমস্ত সরকারী বিষয় সংক্রান্ত প্রশ্ন ও অনুমোদনের জন্য সিঙ্গল পয়েন্ট অফ কন্ট্যাক্ট হিসাবে কাজ করবেন।

15. **ইনভেস্টর ফেসিলিটেশন পোর্টাল (IFP) – মেগা অনলাইন অনুমোদন:** রাজ্যের সিঙ্গল উইন্ডোঃ ইনভেস্টর ফেসিলিটেশন পোর্টাল (IFP) এর মাধ্যমে প্রায় ৫ লক্ষ আবেদন প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে। রাজ্যে সহজে ব্যবসা সহায়ক পরিবেশ প্রদানে, **"মেগা পারমিশন"** শীর্ষক একটি ফ্রেমওয়ার্ক গড়ে তোলা হয়েছে, যেখানে লগ্নীকারিদের ২৬টি রাজ্যপর্যায়ের অনুমোদনের জন্য শুধুমাত্র একটি আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে এবং তা দ্রুততার সঙ্গে প্রক্রিয়াকরণ করা হবে।

16. **কেন্দ্রীয় স্তরে নজরদার ব্যবস্থা:** রাজ্যে সহজে ব্যবসা করার ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানে ও স্বচ্ছতা রক্ষায় রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় স্তরে নজরদার ব্যবস্থা চালু করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

17. পাইপলাইন এন্টারপ্রাইজঃ নতুন সমস্ত প্রকল্প যা রুপায়নের বিভিন্ন স্তরে রয়েছে, আগের নীতি (গুজরাট শিল্প নীতি ২০১৫) অনুযায়ী যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। এই ধরণের ম্যানুফ্যাকচারিং প্রোজেক্ট গুলিকে ১ বছরের মধ্যে এবং কমন ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রোজেক্টগুলিকে নতুন গুজরাট শিল্প নীতি ২০২০ জারির তারিখ থেকে ২ বছরের মধ্যে কাজ শুরু করতে হবে।